বিশুদ্ধ আকীদাহ'র অনন্য সিপাহসালার

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ

(রাহিমাহুল্লাহ)

সংকলন

উস্তাদ মুনীরুদ্দীন আহমাদ

দাওরায়ে হাদীস-কামিল

দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

খতীব, মাসজিদ আল-কাইয়ূম এন্ড ইসলামিক সেন্টার, সিলেট।

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

কামিল (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট), অনার্স, মাস্টার্স, এম ফিল, পিএইচ.ডি (আকীদাহ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারাহ

প্রাক্তন চেয়ারম্যান

আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

বিশুদ্ধ আকীদাহ'র অনন্য সিপাহসালার

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ

(রাহিমাহুল্লাহ)

সংকলন: উস্তায মুনীরুদ্দীন আহমাদ

সম্পাদনা: প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৯

পরিবেশনায়

কাশফুল প্রকাশনী

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্‌রাসা মার্কেট (২য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল: +৮৮ ০১৭৩১০১০৭৪০, +৮৮ ০১৯১৮৮০০৮৪৯

ইমেইল: kashfulprokashoni@gmail.com

আত-তাক্বওয়া মাসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার

কুমারপাড়া, সিলেট। মোবাইল: +৮৮ ০১৭৫১৬০০৮২৮

ইলম পাবলিকেশন্স

92-23 176th Street, 1st floor, Jamaica, New York-11433, USA.

email: ilmpublicationsinc@gmail.com

অনলাইন পরিবেশনায়

www.rokomari.com

www.wafilife.com

ISBN : 978-984-34-7695-1

প্রকাশনায়

কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ (সিডব্লিউআই)

৩৯/১ মাদানী গার্ডেন (মাদ্‌রাসা রোড), উত্তর আউচপাড়া, টংগী, গাজীপুর।

মোবাইল: +৮৮ ০১৭১৭২২২৪২৯

মূল্য: ৪৬০.০০ টাকা মাত্র

BISHUDDHO AQEEDAH'R ONONNO SIPAHSALAR SHAIKHUL ISLAM IBN TAIMIAH (R) compiled by Ustad Muniruddin Ahmad, published by Community Welfare Initiative (CWI) 39/1 Madani Garden (Madrasha Road), Uttor Auchpara, Tongi, Gazipur, Bangladesh. Cell: +8801717222429, E-mail: mizan.net93@gmail.com

فارس العقيدة الصحيحة
شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله

تأليف: (باللغة البنغالية)

منير الدين أحمد

خريج الجامعة الإسلامية معين الإسلام هاتهازاري جاتكام

وخطيب المسجد القيوم ورئيس المركز الإسلامي سلهت

التحقيق والمراجعة

أ.د/ أبو بكرمحمد زكريا

(دكتوراه في العقيدة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

الأستاذ بقسم الفقه والدراسات القانونية

الجامعة الإسلامية، كوشتيا، بنغلادش

هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل
فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول

"এই হলো ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমাদ রাহিমাহুমুল্লাহ'র আকীদাহ। যদি তুমি আকীদায় তাঁদের অনুসারী হয়ে থাকো তাহলে তুমি সত্য-সঠিক পথের তাওফীকপ্রাপ্ত। আর যদি তুমি নতুন কোনো বিদ'আতী আকীদাহ গ্রহণ করে থাকো তাহলে তোমার দাবীর কোনো ভিত্তি নেই।"

সূচিপত্র

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র অমূল্য বাণী	১৫
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে জগদ্বিখ্যাত আলেমগণের মন্তব্যের চুম্বকাংশ	১৯
দু'টি কথা	২৫
সম্পাদকের ভূমিকা	২৭
অভিমত	৩১
প্রথম অধ্যায়	
জন্ম ও শৈশবকাল	৩৩
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র জন্ম ও বংশ পরিচিতি	৩৩
তাইমিয়্যাহ পরিবার ও হার্‌রান শহর	৩৪
ইমামের দাদা শাইখুল ইসলাম আব্দুস সালাম রাহিমাহুল্লাহ	৩৫
ইমামের পিতা শাইখুল হাদীস আব্দুল হালীম রাহিমাহুল্লাহ	৩৭
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র শৈশবকাল	৩৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	
লেখা-পড়া ও স্মৃতিশক্তি	৪০
আল্লাহ তা'আলার সাথে ইবন তাইমিয়্যাহ'র অঙ্গীকার	৪০
ইবন তাইমিয়্যাহ'র অসাধারণ স্মৃতিশক্তি	৪১
একটি কিতাব এক দিনে মুখস্থ করা	৪২
এক ইয়াহূদীর ইসলাম গ্রহণ	৪২
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র পড়া-শোনা	৪৩
হাদীস পড়া-শোনা এবং দক্ষতা অর্জন	৪৪
যাঁরা শাইখুল ইসলামের হাদীসের উস্তাদ	৪৬
'হাফিযুল হাদীস' ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ	৪৬
তাফসীর পড়া-শোনা এবং দক্ষতা অর্জন	৪৭

তৃতীয় অধ্যায়	
হাদীস, তাফসীর ও ইসলামী ফিকহে পাণ্ডিত্য অর্জন এবং জ্ঞান বিতরণ	৪৯
১৮ বৎসর বয়সে ফাতওয়া দানের অনুমতি লাভ	৪৯
২১ বৎসর বয়সে শাইখুল হাদীস পদ লাভ	৫০
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র দারসের বৈশিষ্ট্য	৫১
রিজালশাস্ত্রে দক্ষতার বাস্তব প্রমাণ	৫২
জামে উমাওয়ীতে তাফসীর পেশ	৫৩
তাফসীর উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য	৫৪
একজন বিচারক ও ধার্মিক ইয়াহূদীর ইসলাম গ্রহণ	৫৫
চতুর্থ অধ্যায়	
ইলমের গভীরতা সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের সাক্ষ্য	৫৭
বাহরুল উলূম-বিদ্যাসাগর ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ	৫৭
ইমাম আহমাদ ইবন ফদ্বলুল্লাহ 'উমারী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৫৮
ইবন আসাকির দামেশকী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৫৮
ইমাম ইব্রাহীম রাক্কি রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৫৮
ইমাম ইবন যামলাকানী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৫৯
আলাউদ্দীন বুসতামী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৬০
হাফিয ইমাম বায্যার রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৬০
পঞ্চম অধ্যায়	
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহকে সে যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব, কালের একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও সময়ের বিস্ময়কর ব্যক্তি বলে আলেমগণের স্বীকৃতি প্রদান	৬২
ইমাম ইবন দাকীকুল 'ঈদ রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৬২
আল্লামা হাফিয ইবন সাইয়্যিদিন নাস রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৬৩
আল্লামা হাফিয ইমাম মিয্যি রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৬৩
আল্লামা আবু হাইয়ান আন্দালুসী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৬৪
ইমাম ইবনুল ওয়ারদী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৬৫

হাফিয ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৬৫
শাইখ আহমাদ আল-ওয়াসিত্বী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য	৬৯
চারশত বছরের শ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ	৬৯
কালের আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর মানুষ	৭০
'শাইখুল ইসলাম' খেতাবে ভূষিত ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ	৭২
ষষ্ঠ অধ্যায়	
দীনদারী, দানশীলতা, বিনয় ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ	৭৫
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র দীনদারী	৭৫
শাইখুল ইসলামের ইবাদাত-বন্দেগী	৭৬
বিচারপতি ও প্রধান শাইখের পদ গ্রহণ না করা	৭৮
শাইখুল ইসলামের হজ পালন	৭৯
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত ও স্বপ্নে প্রশ্ন করা	৭৯
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র দুনিয়া বিমুখতা	৮০
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র দানশীলতা	৮১
পাগড়ী দান করা	৮৩
গায়ের কাপড় দান করা	৮৩
কিতাব দান করা	৮৩
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র বিনয়	৮৪
ফাতওয়া তলবকারীদের সাথে ইমামের বিনয়	৮৪
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র দৈহিক গঠন ও স্বভাব প্রকৃতি	৮৫
শাইখুল ইসলামের পোশাক-পরিচ্ছদ	৮৬
শাইখুল ইসলাম অবিবাহিত আলেমগণের একজন	৮৬
শাইখুল ইসলামের উপস্থিত জ্ঞান	৮৮
সপ্তম অধ্যায়	
ইসলাম ও মুসলিম দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সশস্ত্র সংগ্রাম	৯০
শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী ব্যক্তি	৯০
খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ইমামের যুদ্ধ	৯১

খৃষ্টান আসসাফ-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন	৯২
তাতারী-মোগলদের বিরুদ্ধে শাইখুল ইসলামের যুদ্ধ	৯৩
তাতারী-মোগলদের পরিচিতি	৯৪
তাতারীদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী	৯৬
তাতারী-মোগলদের কু-কীর্তি	৯৬
তাতারীরা বাগদাদ ধ্বংস করে ও ১৬ লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করে	৯৭
মিসরীরা তাতারীদের রেকর্ড ভেঙে দিলেন	৯৯
সিরিয়া আক্রমণ ও ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র ভূমিকা	১০০
কাজান খাঁর সাথে শাইখুল ইসলামের সাহসী সংলাপ	১০৩
শাইখুল ইসলাম সম্পর্কে স্বয়ং কাজান খাঁর মন্তব্য ও গভর্নর পদ দানের প্রস্তাব	১০৭
দামেশকের চারপাশে তাতারীদের খুন-খারাবী ও লুট-পাট	১০৮
শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য শাইখুল ইসলামের পুনঃউদ্যোগ	১১০
দূর্গ সংরক্ষণ করতে ইমামের নির্দেশ	১১০
লুটেরা ও চাঁদাবাজ মোগল শাসক কাজান খাঁর প্রত্যাবর্তন	১১২
কাবজাক ও বুলাই খাঁর কু-কীর্তি	১১৩
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র সাহসী সফল উদ্যোগ	১১৩
দামেশকবাসীর প্রতি আল্লাহর সাহায্য নেমে আসলো	১১৪
শাইখুল ইসলামের প্রাচীর পাহারাদারী	১১৫
দামেশক শহর শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ'র অধীনে	১১৫
মিসর থেকে দলে দলে সৈনিকের আগমন	১১৬
পার্বত্য অঞ্চলের শীয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান	১১৬
শত্রুদের মোকাবেলা করতে প্রস্তুতি গ্রহণ	১১৮
তাতারীদের ফিরে আসার অশুভ বার্তা	১১৮
দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইমামের আহ্বান	১১৯
নায়েব সুলতানকে সাহায্যের ওয়াদা ও সাহস প্রদান	১২০

মিসরের দিকে শাইখুল ইসলামের ঐতিহাসিক সফর	১২১
আতঙ্কিত দামেশকবাসী	১২৪
বিশুদ্ধ নিয়তে যুদ্ধের প্রস্তুতি	১২৫
শাইখুল ইসলামের প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত হলো	১২৫
খন্দকের যুদ্ধের সাথে এই যুদ্ধের সাদৃশ্য	১২৬
৭০২ সনে তাতারী-মোগলরা আবার ফিরে আসলো	১২৭
তাতারীদের সাথে যুদ্ধ করার বৈধতা	১২৯
খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দলীল	১৩০
শাইখুল ইসলাম সকলের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি	১৩৩
শাকহাব যুদ্ধে শাইখুল ইসলামের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা	১৩৬
বিজয়ী বীর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ	১৪০
শীয়াদের বিরুদ্ধে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র যুদ্ধ	১৪২
মিসরের সুলতানের প্রতি ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র পত্র	১৪৫
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এবার সবার শীর্ষে	১৪৭
অষ্টম অধ্যায়	
সংস্কার আন্দোলন ও সফলতা অর্জন	১৪৮
মুজাদ্দিদে যামান ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ	১৪৮
শির্কের বিরুদ্ধে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র সংস্কার আন্দোলন	১৫০
মানত মানার পাথরটি কেটে ফেলা	১৫২
পাথরের স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলা	১৫৩
কালো ফলক ভেঙ্গে ফেলা	১৫৫
আশুরা উৎসব ও মানত	১৫৫
রঙ মোড়ানো পাথর	১৫৬
সূফী-ফকীরদের সংশোধনে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র ভূমিকা	১৫৭
ফকীর ইবরাহীম কাত্তানকে সংশোধন	১৫৭

চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আগুনে প্রবেশের প্রস্তুতি	১৫৮
সূফী ফকীরদের সাথে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র মোকাবেলা	১৫৯
'ওয়াহদাতুল অজুদ' এর বিরুদ্ধে ইমামের দৃঢ় অবস্থান	১৬৪
হুলুলপন্থীদের বিরুদ্ধে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র অবস্থান	১৬৪
ওয়াহদাতুল অজুদ ও হুলুলপন্থীদের ভ্রান্ত আকীদাহ	১৬৫
নবম অধ্যায়	
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ প্রচার ও আশ'আরী মাতুরিদী আলেমদের সাথে বাহাস-বিতর্ক	১৭০
মুসলিম সমাজে 'ইলমুল কালাম' নামক ভূতের আছর	১৭০
দর্শন-কালাম শাস্ত্রের নিন্দায় ইমামগণের বক্তব্য	১৭৩
'ইলমুল কালাম' এর বিপরীতে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র ভূমিকা	১৭৬
আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সঠিক আকীদাহ	১৭৮
আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি	১৭৯
আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির গুণ	১৮১
আল্লাহ তা'আলার আগমনের গুণ	১৮১
আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন গুণাবলি	১৮১
আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে	১৮২
আল্লাহ তা'আলা উপরে অবস্থানের প্রমাণ	১৮২
"আল্লাহ তা'আলা সব জায়গায় বিরাজমান" এটা কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা'র বিপরীত ভ্রান্ত আকীদাহ	১৮৩
এক বিদ'আতীর তাওবা	১৮৮
সালাফে সালেহীন, চার ইমামের আকীদাহ এবং ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ'র মাঝে কোনো পার্থক্য নেই	১৮৯
মোল্লা আলী ক্বারী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য	১৯২
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র লেখা দু'টি পুস্তকের প্রতিক্রিয়া	১৯৭
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র বিরুদ্ধে আন্দোলন	১৯৮

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ নিয়ে প্রথম বৈঠক	২০০
বিরোধীরা আবার সোচ্চার হয়ে উঠলো	২০২
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ নিয়ে দ্বিতীয় বৈঠক	২০৩
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র চ্যালেঞ্জ	২০৫
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ নিয়ে তৃতীয় বৈঠক	২০৬
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ সহীহ বলে রিপোর্ট	২০৮
দশম অধ্যায়	
বিদ'আতী আলেমদের ষড়যন্ত্র ও জেল-যুলুম	২১০
শাইখুল ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়ানক চক্রান্ত	২১০
শাইখুল ইসলামকে মিসরে তলব	২১১
ইমামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের অভিযোগ	২১২
কাজী ইবন মাখলুফের আদালতে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ	২১৩
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহকে রাখা কারাগারের দুরাবস্থা	২১৪
সকল আলেম হক্কানী নন	২১৬
সহীহ আকীদাহ ত্যাগ করে কারামুক্ত হতে নারাজ	২১৮
বিচারপতি-কাজী ইবন মাখলুফ হেরে গেলেন	২১৯
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র সাথে প্রধান বিচারপতির সাক্ষাত	২২০
মালিকুল আরব ইমামকে কারাগার থেকে বের করেন	২২০
বিদ'আতী বিচারপতিগণ গা ঢাকা দিলেন	২২১
মিসরে শাইখুল ইসলামের অবস্থান	২২২
মিসর থেকে মায়ের প্রতি লেখা চিঠি	২২২
মিসরে জ্ঞান বিতরণ ও দাওয়াতী কার্যক্রম	২২৪
সূফীবাদী পথভ্রষ্টদের বিরোধিতা	২২৫
শাইখুল ইসলাম পুনরায় কারাগারে	২২৬
কারাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো	২২৭
কারামুক্ত হয়ে দাওয়াতী তৎপরতা	২২৮

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহকে আলেক্সান্দ্রিয়াতে প্রেরণ	২২৯
আলেক্সান্দ্রিয়াতে প্রেরণের ফল দাঁড়ালো সম্পূর্ণ উল্টো	২৩০
একাদশ অধ্যায়	
সত্যের বিজয়	২৩২
কায়রোতে সম্মানের সাথে প্রত্যাবর্তন	২৩২
রাজ দরবারে সত্য প্রকাশে ধারালো তরবারি	২৩৪
শাইখুল ইসলামের উদারতা	২৩৫
ইমামের শত্রু কাজী মালিকীর বক্তব্য	২৩৭
উদারতার কী অনুপম দৃষ্টান্ত	২৩৭
কায়রোতে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র অবস্থান	২৩৮
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র দামেশকে প্রত্যাবর্তন	২৩৮
দ্বাদশ অধ্যায়	
আল-মুজতাহিদ আল-মুতলাক বা পূর্ণ গবেষক ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ	২৪০
ইজতিহাদ অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান	২৪৫
দামেশকের কারাগারে	২৪৬
মাযহাবের মাসআলাসমূহ তিন প্রকার	২৪৬
কী চমৎকার পরামর্শ!	২৪৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
বিদ'আতীদের সর্বশেষ ষড়যন্ত্রের কবলে মযলুম ইমাম	২৪৯
যিয়ারতের মাসআলা নিয়ে ষড়যন্ত্রের জালে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ	২৪৯
কিল্লার জেলে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র তৎপরতা	২৫৩
আল-আখিন্নাঈ'র কু-কীর্তির প্রতিবাদ	২৫৪
কাগজ-কলম ছিনিয়ে নেয়ার মর্মান্তিক ঘটনা	২৫৬
ইমামের অমূল্য বাণী	২৫৮
ইবাদাতে মশগুল ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ	২৫৯
জেলখানা নয়, ইবাদাতখানা	২৬০

চতুর্দশ অধ্যায়	
মযলুম ইমামের মৃত্যু ও জানাযার সালাত	২৬২
নায়েব সুলতানের ক্ষমা প্রার্থনা	২৬২
শাইখুল ইসলামের মৃত্যু	২৬৩
শাইখুল ইসলামের লাশ দেখতে ভিড়	২৬৪
কিল্লায় গোসল, কাফন ও জানাযার প্রথম জামা'আত	২৬৫
জামে উমাওয়ীতে জানাযার দ্বিতীয় জামা'আত ও জনতার প্রচণ্ড ভিড়	২৬৬
'সুকুল খাইল' ময়দানে জানাযার তৃতীয় জামা'আত ও জনসমুদ্র	২৭০
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র কবর	২৭১
পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন	২৭১
দুই ইমামের জানাযার তুলনামূলক আলোচনা	২৭৩
শাইখুল ইসলামের গায়েবানা জানাযা	২৭৪
পঞ্চদশ অধ্যায়	
শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ'র রচনাবলি ও ছাত্রবৃন্দ	২৭৫
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র ছাত্রবৃন্দ	২৭৫
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র রচনাবলি	২৭৭
আরব ও আজমের যারা ইমাম-এর রচনাবলি দ্বারা প্রভাবিত	২৮০
ষষ্ঠদশ অধ্যায়	
শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ'র বিরুদ্ধে ফাতওয়াবাজী এবং উলামায়ে কেরামের বক্তব্য	২৮১
শাইখুল ইসলামের মৃত্যুর পরও শত্রুদের অপ-তৎপরতা	২৮১
এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে	২৮১
হানাফী এক মুফতীর কাণ্ড-জ্ঞান হীন ফাতওয়া	২৮৩
আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ'র অভিমত	২৮৫
আল্লামা আইনী হানাফী রাহিমাহুল্লাহ'র লিখিত অভিমত	২৯০
মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রাহিমাহুল্লাহ'র দৃষ্টিতে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ	৩০০

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহকে ‘হুজ্জাতুল ইসলাম’, ‘আল্লামা’, ‘ইমাম’, ‘মুফতী’ খেতাব প্রদান	৩০১

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র অমূল্য বাণী

إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة

'আমাকে বন্দী করা হলে তা হবে আমার জন্য নিরিবিলি ইবাদাতের সুবর্ণ সুযোগ। আমাকে হত্যা করা হলে তা আমার জন্য শহীদের মর্যাদা বয়ে আনবে। আর আমাকে আমার দেশ থেকে বের করে দেয়া হলে তা আমার জন্য আনন্দ ভ্রমণে পরিণত হবে।'

المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أسره هواه

'প্রকৃত বন্দী তো সে, যে তার অন্তরকে তার রবের স্মরণ থেকে বন্দী করে রেখেছে। আর প্রকৃত কয়েদী তো সে, যাকে তার প্রবৃত্তি কয়েদ করে ফেলেছে।'

إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة

'দুনিয়াতে জান্নাত রয়েছে। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করতে পারেনি, সে আখিরাতের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

(দুনিয়ার জান্নাত হলো, আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় জেনে সুন্নাহ মোতাবেক তাঁর ইবাদাত ও যিকিরে মশগুল হয়ে প্রশান্তি লাভ করা)।

ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي معي لا تفارقني

'আমার শত্রুরা আমার কী করতে পারবে? আমার জান্নাত ও বাগিচা আমার অন্তরে রয়েছে। আমি যেখানেই যাই সেখানেই তা আমার সাথে আছে, আমাকে ছেড়ে যায় না।'

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি শাইখুল ইসলামকে জেলখানায় অত্যন্ত সুখী-সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দের সাথে জীবন-যাপন করতে দেখেছি। শত ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে প্রশান্ত ও খুশী মনে দৃঢ় অন্তরে স্থির থাকতে দেখেছি সবসময়। তাঁর চেহারায় আনন্দ ও লাবণ্যতা যেন ঢেউ খেলতো।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ বিষয়ে রচিত 'লামিয়াহ কবিতা'

يا سَائِلي عَنْ مَذْهَبِي وعَقيدَتِي   رُزِقَ الهُدى مَنْ لِلْهِدايةِ يَسْأَل

اسمَعْ كَلامَ مُحَقِّقٍ في قَولِه   لا يَنْثَني عَنهُ ولا يَتَبَدَّل

حُبُّ الصَّحابَةِ كُلُّهُمْ لي مَذْهَبٌ   وَمَوَدَّةُ القُرْبى بِها أَتَوَسّل

وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ وَفَضْلٌ ساطِعٌ   لكِنَّما الصِّديقُ مِنْهُمْ أَفْضَل

وأقُّول في الْقُرآن مَا جَاءت بهِ   آياتِهُ فَهو الْقديم المُنزَّل

وأقول قال الله جل جلاله   والمصطفى الهادي ولا أتأول

وجميعُ آياتِ الصِّفاتِ أُمِرُّها   حَقاً كما نَقَلَ الطِّرازُ الأَوَّلُ

وأَرُدُّ عُهدتها إلى نُقَّالِها   وأصونُها عن كُلِّ ما يُتَخَيَّلُ

قُبْحاً لِمَنْ نَبَذَ الكِّتابَ وراءَهُ   وإذا اسْتَدَلَّ يقولُ قالَ الأخطَلُ

والمؤمنون يَرَوْنَ حقاً ربَّهُمْ   وإلى السَّماءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ

وأُقِرُ بالميزانِ والحَوضِ الذي   أَرجو بأنِّي مِنْهُ رَيّاً أَنْهَلُ

وكذا الصِّراطُ يُمَدُّ فوقَ جَهَنَّمٍ   فَمُوَحِّدٌ نَاجٍ وآخَرَ مُهْمِلُ

والنَّارُ يَصْلاها الشَّقيُّ بِحِكْمَةٍ   وكذا التَّقِيُّ إلى الجِنَانِ سَيَدْخُلُ

ولِكُلِّ حَيٍّ عاقلٍ في قَبرِهِ   عَمَلٌ يُقارِنُهُ هناك وَيُسْأَلُ

هذا اعتقادُ الشافِعِيِّ ومالكٍ   وأبي حنيفةَ ثم أحمدَ يَنْقِلُ

فإِنِ اتَّبَعْتَ سبيلَهُمْ فَمُوَفق   وإنِ ابْتَدَعْتَ فَما عَلَيْكَ مُعَوَّل

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ বিষয়ে রচিত 'লামিয়াহ কবিতা'র বাংলা অনুবাদ

হে প্রশ্নকারী, আমার মাযহাব ও আকীদাহ সম্পর্কে,
সে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়, যে হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা করে।
শোন! সত্য-সঠিক গবেষকের কথা
যার কথার কোনো বিকল্প এবং পরিবর্তন নেই।
সকল সাহাবীকে মহব্বত করা আমার মাযহাব,
আর আহলে বাইতের ভালোবাসা দ্বারা আমি নৈকট্যলাভ করি।
সকল সাহাবীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অতি সমুজ্জ্বল,
তবে আবু বকর সিদ্দীক হলেন তাঁদের সর্বোত্তম।
কুরআন সম্পর্কে আমি বলি, যা এসেছে তাতে
তার আয়াতসমূহ তা ক্বাদীম, অবতীর্ণ বাণী।
আর আমি সোজা বলি "আল্লাহ জাল্লা জালালুহু বলেছেন
এবং পথপ্রদর্শক নবী মুস্তফা বলেছেন"
আমি (আল্লাহ ও রাসূলের কথার) অপব্যাখ্যা করি না।
আল্লাহর গুণাবলি বিষয়ক আয়াতসমূহ আমি সাব্যস্ত করি
সত্য-সঠিক বলে, যেভাবে বর্ণনা করেছেন সালাফে সালেহীন।
আর এসবের দায়িত্ব-ভার তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করি
যারা এগুলো বর্ণনা করেছেন।
আমি এগুলোকে রক্ষা করি যাবতীয় উদাহরণ-উপমা থেকে।
মন্দ পরিণাম তার যে কুরআনকে তার পিছনে নিক্ষেপ করে,
আর যখন দলীল প্রদান করে তখন বলে 'আখতাল' বলেছেন।
(আখতাল হলো নেশা পানকারী ও পাপাচারী খৃষ্টান কবি)
মুমিনগণ পরকালে সত্যি তাঁদের রবকে দেখতে পাবেন।
তিনি (আল্লাহ) দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন
কীভাবে-কীরূপে (এমন বিদ'আতী প্রশ্ন) ছাড়া।
স্বীকৃতি প্রদান করি মীযান ও হাউজের, যে হাউজের
পানি পান করে পরিতৃপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি আশাবাদী।
আরও স্বীকার করি পুল-সিরাত যা জাহান্নামের ওপর স্থাপিত হবে।
নিরাপদ যিনি হবেন তিনি জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবেন।

আর অন্যরা জাহান্নামে পড়ে যাবে।
জাহান্নামের আগুন পাপিকে দহন করবে আল্লাহর হিকমতে।
আর এভাবেই মুত্তাকীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন।
প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য তার কবরে,
আমল হবে তার সঙ্গী এবং তাকে প্রশ্ন করা হবে।
এই আকীদাহ হলো ইমাম শাফে'য়ী, মালিক,
আবু হানীফা ও আহমাদ রাহিমাহুমুল্লাহ'র যা বর্ণনা করা হয়।
যদি তুমি আকীদায় তাদের অনুসারী হয়ে থাকো
তাহলে তুমি সত্য-সঠিক পথের তাওফীক প্রাপ্ত।
আর যদি তুমি নতুন পথে চলে বিদ'আত করে থাকো
তাহলে তোমার দাবির কোনো প্রকার ভিত্তি নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে জগদ্বিখ্যাত আলেমগণের মন্তব্যের চুম্বকাংশ

ইমাম ইবন দাকীকুল 'ঈদ রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য

মালিকী ও শাফে'য়ী দুই মাযহাবের মুফতী, মিসরের বিচারপতি, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন দাকীকুল 'ঈদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৭০২ হি.) বলেন:

لما اجتمعت بابن تيمية رأيتُ رجلا العلومُ كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد (وقال...ما كنت أظن أن الله بقى يخلق مثلك)

"আমি যখন ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর বক্তব্য শুনলাম তখন দেখলাম যে, তিনি এমন এক ব্যক্তি, যার দু' চোখের সামনে রয়েছে সকল ইলমের ভাণ্ডার। তিনি সেই ভাণ্ডার থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করছেন আর যা ইচ্ছা রেখে দিচ্ছেন।... ইমাম ইবন দাকীকুল 'ঈদ রাহিমাহুল্লাহ অবাক হয়ে বলে উঠলেন: "আল্লাহ তা'আলা এই যুগেও আপনার মতো আলেম সৃষ্টি করেন, তা আমি আদৌ ভাবতে পারিনি।"

ইমাম হাফিয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য

বিশ্ববিখ্যাত রিজালশাস্ত্রবিদ, ইসলামের ইতিহাসবিদ, ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم.

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এতো উঁচু মাপের মানুষ যে, আমার মতো লোকের পক্ষে তাঁর জীবনচরিত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি যদি কা'বার মাকামে ইবরাহীম এবং রুকনে ইয়ামানীর সামনে দাঁড়িয়ে কোনো কসম করতাম, তাহলে সেটা এই কসম করতাম যে, আমার চোখ তাঁর মতো জ্ঞানী মানুষ দেখেনি। আর আল্লাহর কসম! তিনি নিজেও তাঁর মতো জ্ঞানী ব্যক্তি দেখেননি।

ইমাম হাফিয মিয্যি রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য

রিজালশাস্ত্রের অনন্য গ্রন্থ তাহযিবুল কামালের লেখক ইমাম হাফিয মিয্যি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৭৪২ হি.) বলেন:

ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله ولا أتبع لهما منه

আমি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র মতো আলেম দেখিনি। এমনকি তিনি নিজেও তাঁর মতো কোনো আলেম দেখতে পাননি। আমি তাঁর চেয়ে কুরআন-সুন্নাহ সর্ম্পকে বেশি অবগত এবং ঐ দু'টির বেশি অনুসরণকারী কোনো মানুষ দেখিনি।

চারশত বছরের শ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ

হাফিয ইবন রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাহযীবুল কামালের লেখক হাফিয মিয্যি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

ابن تيمية لم يُر مثله منذ أربعمائة سنة

ইবন তাইমিয়্যাহ'র মতো আলেম চারশত বৎসর যাবৎ দেখা যায়নি।

হাফিয ইবন রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

ابن الزملكاني أنه سئل عن الشيخ يعني ابن تيمية فقال لم ير من خمسمائة سنة أو قال أربعمائة سنة

বিচারপতি কামালুদ্দীন ইবন যামলাকানী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৭২৭ হি.)-কে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছেন, পাঁচশত বৎসর বা চারশত বৎসরের মধ্যে ইবন তাইমিয়্যাহ'র মতো আলেম দেখা যায়নি।

‘ফাতহুল বারী’র লেখক ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ’র বক্তব্য

قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله:

وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين ابن تيمية أشهر من الشمس وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية ويستمر غدا كما كان بالأمس ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره وتجنب الإنصاف.

শাইখ তাক্বী উদ্দীন ইবন তাইমিয়্যাহ’র ইমামতির প্রসিদ্ধি সূর্যের চেয়েও বেশি প্রসিদ্ধ। তাঁর ‘শাইখুল ইসলাম’ উপাধি তাঁর যুগ থেকে শুরু হয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সুধীজনের মুখে চলমান রয়েছে। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও তা চলতে থাকবে। যে ব্যক্তি তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে জাহিল এবং ইনসাফ বিবর্জিত কেবল সে ব্যক্তিই তা অস্বীকার করতে পারে।

যে ব্যক্তি এই হঠকারিতায় লিপ্ত থাকে এর চেয়ে বড় ভুল ও পদস্খলন আর কী হতে পারে?

অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই মহান ব্যক্তি বিদ‘আতী, রাফেযী-শীয়া হুলুল-ইত্তেহাদ তথা ওয়াহদাতুল অজুদপন্থীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর রচিত কিতাব-পত্র অনেক প্রসিদ্ধ। তাঁর ফাতওয়া এতো বেশি যা গণনার বাইরে। যখন উক্ত বাতিলপন্থীরা শুনতে পারলো যে, এই মহান ব্যক্তিকে কাফির ফাতওয়া দেয়া হয়েছে তখন তাদের নয়ন কত যে শীতল হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ’র উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ হিসেবে কোনো কিছু না থাকলেও শুধুমাত্র তাঁর ছাত্র শাইখ শামছুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যাহ-ই যথেষ্ট, যিনি ছিলেন উপকারী সুপ্রসিদ্ধ বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর গ্রন্থসমূহ থেকে পক্ষ-বিপক্ষ উভয় শ্রেণির লোকই উপকৃত হচ্ছেন।

ইমাম বদরুদ্দীন আল-আইনী আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

ألا وهو الإمام الفاضل البارع التقي النقي الورع الفارس في علمي الحديث والتفسير والفقه والأصول بالتقرير والتحرير والسيف الصارم على المبتدعين...

জেনে রাখ! ইবন তাইমিয়্যাহ হলেন, জ্ঞানী, মুত্তাকী-পরহেযগার, পরিষ্কার-স্বচ্ছ, দীনদার, হাদীস ও তাফসীরে উভয় বিদ্যায় এবং ফিকহ ও উসূলের জ্ঞানে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, বক্তৃতা ও লিখার জগতে এক মর্যাদাবান ইমাম। তিনি হলেন বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে ধারালো তরবারী। তিনি অত্যাধিক যিকির, সাওম, সালাত ও ইবাদাত সম্পাদনকারী, বিলাসিতা বিমুখ, অতি সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, অল্পে তুষ্ট এবং প্রাচুর্যের নেশামুক্ত ব্যক্তি।...

এই ইমামের (আকীদাহ নিয়ে) বহু মজলিসে মুনাযারাহ-বাহাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর বিরোধীদের কোনো দাবি প্রমাণিত হয়নি। পরিশেষে তাঁকে যুলুম ও সীমালঙ্ঘণমূলকভাবে বন্দী করা হয়েছে, আর এতে দোষ ও নিন্দা করার কোনো কিছু নেই। কেননা বড় বড় অনেক তাবে'ঈর ওপর এমন যুলুম করা হয়েছে। কাউকে হত্যা করা হয়েছে, কাউকে বন্দী ও বেড়ী পরানো হয়েছে এবং কাউকে জনসম্মুখে অপদস্থ করা হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহকে বন্দী করা হয়েছে। আর তিনি বন্দী অবস্থায়ই মারা গেছেন। তাই আলেমদের কেউ কি বলেছেন যে, তাঁকে ন্যায়সঙ্গতভাবে আটক করা হয়েছে? ইমাম আহমাদ যখন সঠিক কথা বলেছেন তখন তাঁকে বন্দী করা হয়েছে এবং বেড়ী পরানো হয়েছে। ইমাম মালিককে শক্ত ও কঠোরভাবে প্রহার করা হয়েছে। ইমাম শাফে'য়ীকে বেড়ী পরিয়ে বন্দী করে ইয়ামান থেকে বাগদাদে আনা হয়েছে। অতএব, ঐসব জ্ঞানী-গুণী ইমামের ওপর যেভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন করা হয়েছে সেভাবে এই ইমামের ওপর হওয়াটা নতুন কিছু নয়।

মিরকাত-এর লেখক মোল্লা আলী আল-ক্বারী আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

وظهر أن معتقده موافق لأهل الحق من السلف وجمهور الخلف فالطعن التشنيع والتقبيح الفظيع غير موجه عليه ولا متوجه إليه فإن كلامه بعينه مطابق لما قاله الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم في فقهه الأكبر ما نصه وله تعالى يد ووجه ونفس...

আর এই বিষয় প্রকাশিত হয়েছে যে, ইবন তাইমিয়্যাহ'র আকীদাহ সালাফে সালেহীন আহলে হকের মুওয়াফিক এবং পরবর্তী অধিকাংশ আলেমদের অনুকূলে রয়েছে। সুতরাং কুৎসিত গালমন্দমূলক বর্শাঘাত এবং অসভ্যতাসূলভ কদর্যতা ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র ওপর পতিতও হবে না আর তার দিকে নিক্ষিপ্তও হবে না। কেননা, তাঁর কথা অবিকল-হুবহু মিলে যায় ইমামে আযম ও পূর্ব মুজতাহিদ (আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ)-এর কথার সাথে, যা তিনি তাঁর ফিকহুল আকবারে আল্লাহ তা'আলার গুণ সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছেন: "তাঁর ইয়াদ (হাত) আছে, ওয়াজহ (চেহারা) আছে, নাফস (সত্তা) আছে। অতএব কুরআনে আল্লাহ যা কিছু উল্লেখ করেছেন, যেমন চেহারা, হাত, নাফস ইত্যাদি সবই তাঁর সিফাত বা বিশেষণ, কোনো 'স্বরূপ' বা প্রকৃতি নির্ণয় ব্যতিরেকে। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ হচ্ছে, তাঁর ক্ষমতা অথবা তাঁর নি'আমত। এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের রীতি।

আর এই আলোচনার মাধ্যমে ইবন তাইমিয়্যাহ'র আকীদাহ তাজসীম বা দেহপন্থী বলে যে অভিযোগ করা হয় তাও খণ্ডিত হয়ে গেলো।

তিনি আরও বলেন,

(أَنَّهُمَا كَانَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، بَلْ وَمِنْ أَوْلِيَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ)

ইবন তাইমিয়্যাহ ও ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুমাল্লাহ, তাঁরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোক ছিলেন। বরং তাঁরা এই উম্মতের আউলিয়ায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র চ্যালেঞ্জ

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর আকীদাহ বিরোধী লোকদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন:

وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف من القرون الثلاثة توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية والصوفية وأهل الحديث وغيرهم.

"আমি বারবার বলেছি: যারা আমার বিরোধিতা করছেন, আমি তাদের সকলকে তিন বৎসরের সময় দিলাম; তারা যদি আমার লিখিত আকীদাহ'র একটি হরফও 'কুরুনে সালাসা' তথা সোনালী তিন যুগের লোকদের একজনেরও বিপরীত বলে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি তা থেকে রুজু-প্রত্যাবর্তন করবো, যে তিন যুগের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসা করে বলেছেন, 'উত্তম যুগ হলো যে যুগে আমি প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর এর পরের যুগ, অতঃপর এর পরের যুগ'। আমি আমার লিখিত আকীদাহ সোনালী তিন যুগের সালাফে সালেহীনের আকীদাহ বলে প্রমাণ উপস্থিত করতে সক্ষম; যা হানাফী, মালিকী, শাফে'য়ী, হাম্বলী, আশ'আরী, সূফী, আহলে হাদীস ও অন্যান্য যারা রয়েছেন সবার মতের সাথে মিল হবে।"

দু'টি কথা

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যে, তিনি আমার মতো এক নগণ্যকে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র জীবনী লেখার তাওফীক দান করেছেন। ২০১৪ সনে দীনি ভাই জনাব আশরাফুজ্জামান তামিম আমাকে শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে চারটি আরবী কিতাব দেন। যথা: এক. সীরাতু শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ওয়া হিকায়াতিহি মা'আ আবনাঈ যামানিহি। দুই. আল-কাওয়াকিব আদ-দুরিরয়্যাহ ফী মানাকিব আল-মুজতাহিদ ইবন তাইমিয়্যাহ। তিন. আশ-শাহাদাতুয যাকিয়্যাহ ফী সানাইল আইম্মা 'আলা ইবন তাইমিয়্যাহ। চার. হাওলা হায়াতি শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ। তাছাড়া শামিলাহ-এর মাধ্যমে আল-আলামুল আলিয়্যাহ ফী মানাক্বিব ইবনি তাইমিয়্যাহ, আল উকুদুদ দুররিয়্যাহ মিন মানাকিব শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহ এবং আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পেয়েছি। বাংলায় রচিত দুয়েকটি বইও দেখেছি। আমি এসব অধ্যয়ন করে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র জীবন দর্পণ লেখা শুরু করি। বিস্তারিত লিখলে হাজার পৃষ্ঠা লিখা যাবে। তবে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই উল্লেখ করেছি।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র জীবনের বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে এই পুস্তকে ষোলটি অধ্যায় রচনা করেছি। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ের দলিল উল্লেখ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার রহমতেই কাজটি করতে পেরেছি। আর এটি তাঁরই জন্য উৎসর্গিত।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম ডক্টর শাইখ মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ সাহেব বইটি দেখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া তিনি একটি অভিমতও প্রদান করেছেন। তিনি তাতে লিখেছেন: "আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন মুনীরুদ্দীন আহমাদ বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থ থেকে যে সংকলনটি তৈরি করেছেন, তা আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি। এ সংকলনটি আমি পড়ে দেখার সুযোগ

পেয়েছি। এতে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র মতো সংস্কারক ও মুজাহিদের জীবন চরিত্র উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর জীবনী থেকে হক্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরাও যেন শিক্ষা নিতে পারি।... শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র জীবনী নিয়ে সংকলনের কাজটি মুসলিম উম্মাহ তথা বাংলাভাষীদের জন্য সত্যিই একটি অমূল্য অবদান।"

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আরেকজন আলেম শাইখ প্রফেসর ডক্টর আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব বইটির সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। আমি শাইখের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

জনাব আবদুস সবুর চৌধুরী, জনাব কালাম আহমাদ চৌধুরী ও জনাব যাকির আহমাদ আমাকে এই কাজে উৎসাহিত করেছেন। জনাব আব্দুল মুনিম (ইউ. কে.) ও জনাব মোহাম্মদ সারওয়ার জালাল বইটির আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন। বইটির অক্ষর বিন্যাসের কাজে দীনি ভাই মোঃ সায়ীদুজ্জামান, মামুনুর রশীদ, আহসান হাবীব মাহফুজ, ওয়ালিদ ইবন খালিদ ও রাহিক্ব মজুমদার স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করেছেন। আমি নিজেও অক্ষর বিন্যাসের কাজ করেছি। আমার মেয়ে যায়নাব বিনতে মুনীর ও ছেলে আব্দুল্লাহ আল-মুনীরও অক্ষর বিন্যাসের কাজে শরীক হয়েছেন।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করছি; ইয়া আল্লাহ! আপনি দয়া করে আমাদের এই কাজকে কবুল করুন! আমাদেরকে আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন! এই বইয়ের প্রকাশ ও প্রচারের সাথে যারা জড়িত, সকলকে আপনার মাগফিরাত, রহমত ও সন্তুষ্টি দিয়ে ধন্য করুন। আখিরাতে আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউসে একত্রিত করুন। আমীন!

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين

-মুনীরুদ্দীন আহমাদ

৭ যিলহজ ১৪৩৯ হিজরী।
১৯ আগষ্ট ২০১৮ ঈসায়ী।

সম্পাদকের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

১৯২৬ সাল। মিশরের কায়রো শহরের একটি মসজিদে যাত্রা শুরু হলো 'আনসারুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যা' নামক দাওয়াতী সংগঠনের। যে সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল সালাফদের আকীদাহ ও মানহাজের প্রতি দাওয়াত প্রদান ও বিদ'আত থেকে তাদেরকে সতর্ক করা। এ সংগঠনের মাধ্যমে মিশরে ছড়িয়ে পড়ে সালাফদের দেখানো পথ ও পদ্ধতি। নেতৃত্বে ছিলেন শাইখ মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফাকী, শাইখ আব্দুর রায্যাক আফীফী, শাইখ আহমাদ শাকির, শাইখ রাশাদ আশ-শাফেয়ী, শাইখ মুহাম্মাদ খলীল হাব্রাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। শেষোক্ত ব্যক্তির জীবনীতে রয়েছে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহকে নিয়ে এক চমকপ্রদ ঘটনা।

শাইখ মুহাম্মাদ খলীল হার্‌রাস ছিলেন আযহারের একজন সুফী আলেম। তিনি যখন ডক্টরেটের জন্য বিষয় নির্ধারণ করছিলেন তখন তাকে ইবন তাইমিয়্যাহ'র চিন্তাধারার জবাব লিখে একটা গ্রন্থ রচনার প্রস্তাব দেয়া হলো। তিনিও রাজি হয়ে গেলেন। শুরু করে দিলেন ইবন তাইমিয়্যাহ'র সকল গ্রন্থ পড়া। মাত্র তিনটি মাস! শাইখের চিন্তাধারায় আমুল পরিবর্তন এনে দিল ইবন তাইমিয়্যাহ'র বইগুলো। আজীবন লালিত আদর্শে ভাঙন ধরে গেল। ইবন তাইমিয়্যাহ'র ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব তাকে ছুঁয়ে গেল। তিনি সালাফদের মতাদর্শকে নিজের মাঝে ধারণ করলেন। আর ডক্টরেটের বিষয়বস্তুও নির্ধারণ করে ফেললেন, তবে তা ইবন তাইমিয়্যাহ'র বিপক্ষে নয়; পক্ষে। এর নাম ছিল, باعث النهضة الإسلمية ابن تيمية السلفي 'ইসলামী পুনর্জাগরণের উন্মেষক ইবন তাইমিয়্যাহ আস-সালাফী'।

কে এই ইবন তাইমিয়্যাহ? যার বই যুগ যুগ ধরে মানুষকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে? কী অসাধারণ তার চিন্তাধারা যা একের পর এক মানুষের মন-মননে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে?

ইবন তাইমিয়্যাহ। একটি নাম, একটি ইতিহাস। একজন কিংবদন্তি। তৃতীয় শতকের পর থেকে ইসলামী আকীদায় যে বিচ্যুতির ধারা দেখা গিয়েছিল, নেমে এসেছিল ঘোর অনামিশা; সেই ঘন অন্ধকারের মেঘ কেটে ইবন তাইমিয়্যাহ উচ্চকিত

করেছিলেন সালাফদের আকীদাহ-বিশ্বাসকে। তার যুগে তিনি অনন্য, অতুলনীয়। আকীদাহ'র ক্ষেত্রে: আসমা-সিফাত, উলুহিয়্যাহ-রুবুবিয়্যাহ, আখিরাত, তাকদীর, আহলুল বাইত, সাহাবা প্রভৃতি বিষয়াদি ছাড়াও প্রতিটা বড়-ছোট ব্যাপারে তার যে বিস্তর গবেষণা ও সালাফদের চিন্তাধারার যে চমৎকার প্রতিফলন তা কি অস্বীকার করা যায়? এই যে হককে জানতে পারা, তা উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করা, শাসক হোক আর প্রতিপক্ষ হোক, কারো ভয়ে দমে না যাওয়া এসব তো ইবন তাইমিয়্যাহ'র জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা যখন আকীদাহ, ইবাদাত, সুন্নাহ, দীনী বিষয়াবলির -এগুলোতে সালাফদের বিশ্বাসকে জান চাই, তখন ইবন তাইমিয়্যাহর কিতাবগুলো আমাদের খোরাক।

ইবন তাইমিয়্যাহ একাধারে একজন মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, আকীদাহবিদ, ফিকহবিদ, উসুলবিদ, ভাষাবিদ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ, বিতার্কিক, মুজাহিদ, ইবাদাতগুজার বান্দা। তিনি ইসলাম-বিরোধী প্রতিটি শক্তি– ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, নাস্তিক- সকলের বিভ্রান্তির জবাব দিয়েছেন। যেসব গোষ্ঠী ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছে–রাফেযী, খারেজী, মুরজিয়া, জাহমিয়্যা, মুতাযিলা, সুফী, কাদরিয়্যা-জাবরিয়্যা এমনকি আশায়েরা ও মাতুরিদিয়া সকলের ভুলগুলো তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁর অমূল্য গ্রন্থগুলোতে। ইবন তাইমিয়্যাহ'র ছিল গভীর প্রজ্ঞা, ছিল সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। ইবন তাইমিয়্যাহ'র কঠোর পরিশ্রম ও অনন্তর প্রচেষ্টা তাঁকে সে যুগের লোকেদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় আসীন করেছে। তিনি তাঁর এই ছোট্ট জীবনে যে বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করে গেছেন তার হিসেব করলে তাঁর ওপর আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরবীতে একটি কবিতা আছে,

وملیحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء

"এক সুন্দরী নারীর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে তার সতীনেরা। আর শত্রুরা যার সাক্ষ্য দেয় তা-ই তো সম্মানের।"

ইবন তাইমিয়্যাহ'র জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার শত্রুরাও তার জ্ঞান-গরিমা, তার মহানুভবতার স্বীকৃতি দিয়েছে। ইবন তাইমিয়্যাহ'র শত্রুরা আজীবন তাঁর বিরুদ্ধে শাসকদের লেলিয়ে দিয়েছে। তবুও তিনি তাদের বারবার ক্ষমা করে দিয়েছেন। তার আচার-ব্যবহার ছিল নববী আদর্শের উত্তম প্রতিফলন। যে

মানুষগুলো আজীবন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, এক সময় তারাও তাঁর জ্ঞানের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। ইবন তাইমিয়্যাহ'র আদর্শিক প্রতিপক্ষ ছিলেন তাজ উদ্দীন সুবকী, যিনি ছিলেন ইমাম যাহাবীরও ছাত্র। তিনিও ইবন তাইমিয়্যাহ'র জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তার বাণী,

والله يا فلان، ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يعبد هواه عن الحق بعد معرفته.

"আল্লাহর কসম! ইবন তাইমিয়্যাহকে ঘৃণা করে কেবল অজ্ঞ ও প্রবৃত্তি পূজারীরা। অজ্ঞ ব্যক্তি যা বলে, তা সে-ই জানে না। আর প্রবৃত্তি পূজারীর প্রবৃত্তি তাকে হক জানার পরও তা মানা থেকে বাধা দেয়।"

ইবন তাইমিয়্যাহ মুসলিম উম্মাহ'র আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যে নক্ষত্র সর্বদা জ্বলজ্বল করে আলো বিকিরণ করে চলেছে। আল্লাহর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহে সে নক্ষত্রের আলো থেকে আজও উপকৃত হচ্ছে উম্মাহ। উম্মাহ'র এই ক্রান্তিলগ্নে ইবন তাইমিয়্যাহ'র মত মানুষের বড় অভাব। তারপরও ইবন তাইমিয়্যাহ'র জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

ইবন তাইমিয়্যাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাবেই মানুষ তাঁর বিরোধিতা করে, তাঁকে জানতে পারলে, তাঁর গ্রন্থগুলো পড়তে পারলে তাঁকে ভালো না বেসে পারবে না এটা আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি। হাজার হাজার মানুষ অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে হক গ্রহণে ব্রতী হবে বলে আমার বিশ্বাস রয়েছে।

বাংলা ভাষায় এ মনীষীর ওপর যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা এত বেশি একপেশি যে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেক গোষ্ঠীই তাঁর বিরোধীদের বিরুদ্ধে ইবন তাইমিয়্যাহ'র কথা ও কর্ম দিয়ে প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাঁর নিজের বিরুদ্ধে যায় এমন অংশটুকু গোপন করেছে। বিষয়টি আমাকে সর্বদা পীড়া দিত এবং এসব বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে ইবন তাইমিয়্যাহ'র পূর্ণাঙ্গ জীবনী তুলে ধরার ইচ্ছা ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের ভাই তরুণ আলেমে দীন, গবেষক, দীন দরদী, সত্যভাষী, মর্দে মুজাহিদ হাফিয মাওলানা মুফতী মুনিরুদ্দীন আহমাদ এ বিষয়টি সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। আমি গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়েছি। প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে যে, বাংলা ভাষায় ইবন

তাইমিয়্যাহ'র ব্যাপারে এর চেয়ে উত্তম কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। গ্রন্থটি প্রতিটি সত্যান্বেষী মানুষের পড়া উচিত বলে আমি মনে করি।

হে আল্লাহ! এই যে মুসলিম উম্মাহ'র দুরবস্থা! এ সময়ে আমরা কিছুই করে যেতে পারছি না, তবু ইবন তাইমিয়্যাহ'র জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাওয়ার শক্তি নিচ্ছি। ইবন তাইমিয়্যাহকে আপনি যেভাবে কবুল করেছেন, আমাদেরও সেভাবে কবুল করুন। কিছু মানুষ মৃত্যুর পরও আলোকিত করে যান মানুষকে, তাদেরই একজন ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ। হে আলাহ! আমাদেরকেও তাঁর কাতারে শামিল করে নিন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আর জান্নাতের বাগিচায় ইবন তাইমিয়্যাহ'র সাথে অনন্তকালীন সুখকর আলাপচারিতায় মগ্ন হওয়ার জন্য কবুল করুন। আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া মজুমদার
আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা এর সহকারী অধ্যাপক, ডক্টর শাইখ মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ সাহেবের

অভিমত

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর ইসলামী দিগন্তে উদিত এক অসাধারণ প্রতিভা শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহ। তাঁর সাতষট্টি বছর জীবনের পুরোটাই ছিল হক্বের পক্ষে, বাতিলের বিপক্ষে বক্তব্য, লিখনী ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এ আলোকিত মানুষের জীবনধারা সহীহ সুন্নাহ এ উদ্ভাসিত প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবনেই অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। সত্যের সন্ধানে ও তাহকীক বা পর্যালোচনার উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাই সুন্নাহ'র অনুসারীদেরকে তাঁর জীবনী সম্পর্কে জেনে শিক্ষা নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন মুনীরুদ্দীন আহমাদ বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থ থেকে যে সংকলনটি তৈরি করেছেন, তা আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি। এ সংকলনটি আমি পড়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি। এতে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র মতো সংস্কারক ও মুজাহিদের জীবন চরিত্র উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর জীবনী থেকে হক্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরাও যেন শিক্ষা নিতে পারি।

মিসরের প্রসিদ্ধ গবেষক ও গত শতাব্দীর বিখ্যাত আলেমে দীন শাইখ মুহাম্মাদ খলিল হার্‌রাস রাহিমাহুল্লাহ (১৩৯৫ হি.) শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র জীবনী ও চিন্তাধারা নিয়ে গবেষণা করার শেষ পর্যায়ে নিজের জীবনধারা, চিন্তা-চেতনা ও আকীদাহ-বিশ্বাসকে পরিবর্তন করার ও সুন্নাহ'র ধারায় সাজানোর প্রয়াস লাভ করেন। তাই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র জীবনী নিয়ে সংকলনের কাজটি মুসলিম উম্মাহ তথা বাংলাভাষীদের জন্য সত্যিই একটি অমূল্য অবদান।

মুসলিম বিশ্বে যে কয়জন মহান ব্যক্তিত্ব ইসলামের সঠিক রূপ সংরক্ষণে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন এবং শির্ক, বিদ'আত, কুফর ও অনাচার থেকে ইসলামকে

মুক্ত ও নির্ভেজাল করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যে শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তিনি ছিলেন একাধারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, বাগ্মী, আক্বাঈদ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত, শির্ক, বিদ'আত ও অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী এবং আল্লাহর নির্ভীক সৈনিক।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। উলামা সম্প্রদায় তাঁর ৬০০০ ভলিউম রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে উল্লেখ আছে। এসবের মধ্যে ইবন আবদিল হাদী, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এবং গোলাম জিলানী কর্ক প্রমুখ ৪৮০টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।

যেকোনো সমস্যার সমাধানে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ সর্বপ্রথম আল-কুরআন থেকে প্রমাণ উপস্থিত করতেন। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো একত্র করে এসবের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির আলোকে সমাধান খুঁজতেন। তিনি হাদীসের রাবীদের যাচাই-বাছাই করতেন এবং রিওয়ায়াত হিসেবে এর বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা পরীক্ষা করতেন, এরপর তিনি সাহাবীগণের কর্মপন্থা, প্রসিদ্ধ চারজন ফকীহ এবং অন্যান্য বিখ্যাত ইমামদের মতও আলোচনা করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি তৎকালীন প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে যাচাই করেছেন। এভাবে তিনি ইসলামের জ্ঞানকে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি দীর্ঘ নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে একদিকে ইসলামকে শির্ক, বিদ'আত, কুফর ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে তাতারীদের বিরুদ্ধে মুসলিম শাসকদেরকে উজ্জীবিত করে রাজনৈতিকভাবে মুসলিম মিল্লাতকে সুসংহত করার কাজ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর দীর্ঘ সাতষট্টি বছরের জীবনকালের মধ্যে চল্লিশ বছর ছিলো বাতিলের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের বছর। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী আজও বাতিল ও শির্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

ডক্টর মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

(কামিল (হাদীস), দাওরা (হাদীস) পি.এইচ.ডি ও এম.এ (ফিকহ)
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব;
সভাপতি, সৌদি আরব প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও শৈশবকাল

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র জন্ম ও বংশ পরিচিতি

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র মূল নাম আহমাদ, উপনাম আবুল আব্বাস, উপাধি তাক্বী উদ্দীন, শাইখুল ইসলাম। তিনি ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ নামে জগৎ জুড়ে পরিচিত। তিনি ৬৬১ হিজরী সনের ১০ই রবিউল আউয়াল, মুতাবিক ১২৬৩ খৃষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি রোজ সোমবার ঐতিহাসিক হার্‌রান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] হার্‌রান শহরটি বর্তমান তুর্কিস্তানের একটি নগরী যা সিরিয়ান হালাব নগরীর আশে-পাশে অবস্থিত।

তাঁর পিতার নাম শাইখুল হাদীস আবুল মাহাসিন শিহাবুদ্দীন 'আব্দুল হালীম' রাহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর মাতার নাম 'সিত্‌তুন নিয়াম' বিনত আব্দুর রহমান ইবন আলী ইবন আবদোস আল-হার্‌রানীয়াহ রাহিমাহাল্লাহ।[২]

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র বংশ পরম্পরাঃ

আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন আব্দুস সালাম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন খাদ্বির ইবন মুহাম্মাদ ইবন খাদ্বির ইবন আলী ইবন আব্দুল্লাহ আল হার্‌রানী রাহিমাহুল্লাহ।[৩]

'ইবন তাইমিয়্যাহ' বলে ডাকার কারণঃ শাইখুল ইসলাম, ইমাম আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম রাহিমাহুল্লাহকে "ইবন তাইমিয়্যাহ" বলে ডাকার কারণ হিসেবে দু'টি মত পাওয়া যায়। কেউ বলেন, শাইখুল ইসলামের ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ খাদ্বির ইবন আলীর স্ত্রী, অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবন খাদ্বিরের মাতার নাম ছিল তাইমিয়্যাহ। তিনি একজন আলেমা মহিলা ছিলেন। ওয়াজ-নসীহত করতেন। তিনি বাগ্মিতায় বিশেষ

১. ইমাম মারঈ ইবন ইউসুফ আল-কারামী আল-হাম্বলী রচিত "আল-কাওয়াকিব আদ-দুরিরয়্যাহ ফী মানাকিব আল-মুজতাহিদ ইবন তাইমিয়্যাহ" (দারুল গারব আল-ইসলামী), পৃ. ৫২।

২. ইসলাম ইবন 'ঈসা আল-আব্বাদী রচিত "সীরাতু শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ওয়া হিকায়াতিহি মা'আ আবনাঈ যামানিহি" (আল-মাকতাবুল ইসলামী, প্রথম মুদ্রাণ ১৪২৭ হি. ২০০৬ইং জর্ডান) পৃ. ৫।

৩. প্রাগুক্ত, আল-কাওয়াকিব আদ-দুরিররয়্যাহ, পৃ. ৫২।

খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে গোটা পরিবারটিই তাইমিয়্যাহ পরিবার নামে পরিচিতি লাভ করে। তাই এই পরিবারের সন্তানদেরকে ইবন তাইমিয়্যাহ বলা হয়।[৪]

আবার কেউ বলেন, শাইখুল ইসলামের পঞ্চম পূর্বপুরুষ মুহাম্মাদ ইবন খাদ্বিরের লক্বব ছিল 'তাইমিয়্যাহ'। তাই তাঁর সন্তানদেরকে ইবন তাইমিয়্যাহ বলা হয়। হাফিয যাহাবী এবং আল্লামা সাফদী রাহিমাহুমাল্লাহ এই মতের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মাদ ইবন খাদ্বির তাইমা শহরের রাস্তা দিয়ে হজে যাওয়ার সময় সেখানে একটি ছোট মেয়ে দেখতে পান। তিনি হজ শেষে বাড়িতে এসে দেখলেন যে, তার স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। তিনি তাইমার সেই শিশুটির কথা স্মরণ করে নিজের মেয়েকে 'ইয়া তাইমিয়্যাহ' 'ইয়া তাইমিয়্যাহ' বলতে লাগলেন। ফলে লোকেরা মুহাম্মাদ ইবন খাদ্বিরকে 'তাইমিয়্যাহ' নামে ডাকতে থাকেন। এভাবে 'তাইমিয়্যাহ' তাঁর লক্বব হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৫]

তাইমিয়্যাহ পরিবার ও হার্‌রান শহর

তাইমিয়্যাহ পরিবারের প্রায় সবাই উচ্চমানের আলেম ছিলেন। এই পরিবারের মহিলাগণও ইলম ও আমলে সালেহের ক্ষেত্রে খুবই অগ্রসর ছিলেন। ফলে পরিবারটি সকলের সম্মানের কেন্দ্রবিন্দু ও নয়নমণিতে পরিণত হয়। ধর্মীয় নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব এই পরিবারের আলেমগণের দ্বারাই সম্পাদিত হতো।

হার্‌রান অতি প্রাচীনতম শহর। এককালে এটি সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে তুরস্কে অবস্থিত। হার্‌রান শহরটি নবী ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ আলাইহিস সালামের পদধুলিতে ধন্য। 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত আমলে সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ১৭ হিজরী সনে হাররান শহরটি মুসলিমদের অধীনে আসে।[৬]

হাররান শহরে জ্ঞানী-গুণী বহু লোকের জন্ম হয়েছে। ৫৯০ হিজরী সনে শাইখুল ইসলাম মাজদুদ্দীন আব্দুস সালাম ইবন তাইমিয়্যাহ, ৬২৭ হিজরী সনে শাইখুল হাদীস শিহাবুদ্দীন আব্দুল হালীম ইবন তাইমিয়্যাহ এবং ৬৬১ হিজরী সনে শাইখুল

৪. সীরাতু শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, পৃ. ৪।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।

ইসলাম তাক্বীউদ্দীন আহমাদ ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুমুল্লাহ হাররানে জন্ম গ্রহণ করায় এই শহরের ঐতিহাসিক মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা বাহুল্য যে, উক্ত প্রথম দুই মনীষী যথাক্রমে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র সম্মানিত দাদা ও পিতা। পাঠক মহলে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা শ্রেয় মনে করি।

ইমামের দাদা শাইখুল ইসলাম আব্দুস সালাম রাহিমাহুল্লাহ

ইমাম হাফিয ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আশ-শাইখ মাজদুদ্দীন ইবন তাইমিয়্যাহ, যিনি আহকামুল হাদীসের ওপর গ্রন্থ লিখেছেন, তাঁর নাম হচ্ছে আব্দুস সালাম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবিল কাসিম আল-খাদ্বির ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-হাররানী আল-হাম্বলী। তিনি আশ-শাইখ তাক্বীউদ্দীন ইবন তাইমিয়্যাহ এর দাদা ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছে ৫৯০ হিজরীর দিকে। ছোটকালেই তাঁর চাচা আল-খতীব ফখরুদ্দীনের হাতে ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। অনেকের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন, বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন, হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পাঠদান ও ফাতওয়া প্রদানে রত ছিলেন। তাঁর দ্বারা অনেক ছাত্র উপকৃত হয়েছেন। তিনি হাররান নগরীতে ঈদুল ফিতরের দিন মারা যান।[৭] সে হিসেবে তাঁর পরিচিতি নিম্নরূপ:

নাম আব্দুস সালাম, উপনাম আবুল বারাকাত, উপাধি মাজদুদ্দীন -মানে ইসলামের গৌরব। তিনি ৫৯০ হিজরী সনে হাররানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবন খাদ্বির। তিনি অতি অল্প বয়সে পিতাকে হারিয়ে চাচার তত্ত্বাবধানে বড় হন। তাঁর চাচা ফখরুদ্দীন মুহাম্মাদ দেশ বিখ্যাত আলেম ছিলেন। ৫৪২ হিজরী সনে তাঁর জন্ম। তিনি হাররান ও বাগদাদের বিশিষ্ট আলেমগণের নিকট হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি বিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর অন্যতম শিক্ষক হলেন, ইমাম ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ।[৮]

ইমাম হাফিয ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল-ফাখরু ইবন তাইমিয়্যাহ হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবন আবিল কাসেম ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাইখ ফখরুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ ইবন তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী, সেখানকার আলেম, খতীব ও ওয়া'য়েয। তিনি ইমাম আহমাদের মাযহাবের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন এবং

৭. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১৩/২১৭।

৮. আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন রাহিমাহুল্লাহ, "শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ" (প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০০৭ ঈসায়ী), পৃ. ৩৪।